চ্যানেল ২৪-এর এমডিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে বিচারকের মানহানির মামলা



ছবি: সংগৃহীত

চ্যানেল ২৪-এ প্রচারিত প্রতিবেদন নিয়ে টেলিভিশনটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) একে আজাদসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন সাময়িক বরখাস্ত হওয়া যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো. আরিফুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রচারের পাশাপাশি বক্তব্য বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে চ্যানেলটি।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর হাকিম মো. সেফাতউল্লাহর আদালতে মামলাটি করেন তিনি। অভিযোগকারীর জবানবন্দি শোনার পর বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) দিয়েছেন আদালত। আগামী ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

মামলায় একে আজাদ ছাড়াও চ্যানেল ২৪-এর অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান 'সার্চলাইট'-এর সম্পাদক ফয়সাল আলম, নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম, মাল্টিমিডিয়া বিভাগের প্রধান রাজীব খান, অ্যাসাইনমেন্ট সম্পাদক মাকসুদ উন নবী, জ্যেষ্ঠ সংবাদ সম্পাদক তুহিন কাইয়ুম এবং সংবাদ প্রতিবেদক জাহিদ হোসেনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৯ অক্টোবর চ্যানেল ২৪-এর সংবাদ বুলেটিনে বিচারক আরিফুল ইসলামকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। একই দিন রাত ৯টার অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান 'সার্চলাইট'-এও বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া এবং সম্পাদনার মাধ্যমে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের অভিযোগ করেছেন তিনি।

এরপর গত ১৫ অক্টোবর আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলে চ্যানেলটি আরেকটি প্রতিবেদন প্রচার করে। সেখানে আগের প্রতিবেদনের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। মামলায় আরিফুল ইসলামের দাবি, বরখাস্তের সিদ্ধান্তের সঙ্গে চ্যানেলটির সংবাদ প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের তথ্য প্রচার তাঁর সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদার ক্ষতি করেছে।

অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে গত ১৫ অক্টোবর বিচারক আরিফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। এর আগে অক্টোবরের শুরুতে গাজীপুরে মিথ্যা মামলায় শতাধিক ব্যক্তিকে হয়রানির অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে চ্যানেল ২৪।

এদিকে বিচারককে নিয়ে প্রচারিত প্রতিবেদনের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মামলাকারী পক্ষ। তবে চ্যানেল ২৪ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিবেদনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

চ্যানেলটির নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম বলেন, বিচারককে নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করতে ১২টি জেলা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য ও প্রমাণ যাচাই করেই সংবাদটি প্রচার করা হয়। সম্প্রচারের আগে প্রতিবেদক একাধিকবার বিচারকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরে ফোনেও তাঁর বক্তব্য নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

মামলার বিষয়ে জহিরুল আলম বলেন, আদালতের প্রতি চ্যানেল ২৪-এর পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে করা মামলায় ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সত্য আড়াল করার চেষ্টা রয়েছে বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি। এ ঘটনায় দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা ও সত্য অনুসন্ধানের অবস্থান থেকে সরে আসবে না চ্যানেল ২৪।